দেশবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হয় এমন সব মাদ্রাসা বন্ধ করা হবে: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: 'খারিজি মাদ্রাসা থেকে দেশবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদেরকে শেখানো হয় ভারত মা-মা নয়। এইরকম সমস্ত মাদ্রাসার অনুমোদন বাতিল করা হবে।' রবিবার বার্নপুরে এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শতাধিক মাদ্রাসার অনুমোদন বাতিল প্রসঙ্গে বললেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন এই সমস্ত মাদ্রাসায় সাহাদ আলির মত বাংলাদেশ থেকে আসা উগ্রপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে এসে তিন তিনবার ভোট দিয়ে গেছে। বিগত দিনে ভোট ব্যাংকের জন্য এই সমস্ত উগ্রপন্থীদের আশ্রয় দেওয়া মাদ্রাসাগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এমনকি বেশকিছু মাদ্রাসায়

শিশুদের ভারত বিরোধী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। অগ্নিমিত্রা পল বলেন, হিন্দুদের সন্তানরা যেমন আমাদের সন্তান তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের সন্তানের আমাদের সন্তান। কেন তাদের অন্য ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুমোদিত স্কুলেই পঠন-পাঠন করতে হবে। একটা হিন্দু ঘরের সন্তান সরকার অনুমোদিত যে স্কুলে পটন পাঠন করছে, অন্য সম্প্রদায়ের সন্তানদেরও সেই স্কুলেই পড়াশোনা করতে হবে। তিনি বলেন, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অনুমোদিত শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আনা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এদিন অগ্নিমিত্রা পল বার্নপুর এলাকায় একাধিক গনেশ পুজোর উদ্বোধন করেন। অগ্নিমিত্রা পল গণেশ পুজো উপলক্ষে বলেন, 'সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মা শিল্পাঞ্চল বাসিকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন। কারণ, বিগত সরকারের আমলে একের পর এক শিল্প ও কারখানা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু শিল্পপতি এরাজ্যে বিনিয়োগ শুরু করেছে। তাই আর পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যেতে হবে না। এই সরকারের লক্ষ্য যে এলাকায় শিল্প হবে সেই এলাকার স্থানীয়দের কর্মসংস্থান করা হবে।'

টেকনিশিয়ান থেকে হঠাৎ এমবিবিএস ডাক্তার!

রাজ্যে পাঁচ ভুয়ো চিকিৎসকের হদিস, সরকারি চিকিৎসাতেও যুক্ত তিনজন

নিজস্ব প্রতিচবেদন, পূর্ব বর্ধমান: টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার পরই বদলে গেল পরিচয়! রাতারাতি হয়ে গেলেন এমবিবিএস ডাক্তার! রাজ্যে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় চিকিৎসক মহলে। অভিযোগ, ইতিমধ্যেই পাঁচজন ভুয়ো চিকিৎসকের হদিস মিলেছে। আর তাঁদের মধ্যে তিনজন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে।

বাকি দু'জন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসা করছেন বলে অভিযোগ। ভুয়ো শংসাপত্র দেখিয়ে কীভাবে চিকিৎসার লাইসেন্স মিলল, উঠছে সেই প্রশ্নও। টেকনিশিয়ান থেকে চিকিৎসক! আর সেই চিকিৎসক পরিচয়েই দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করার অভিযোগ। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিংহোম, অর্থাৎ

এপিএইচএন। সংগঠনের সম্পাদক চিকিৎসক রাজীব পাণ্ডের দাবি, বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে তিনজন পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর সেই রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে চিকিৎসার লাইসেন্সও নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চিকিৎসক মহলে শুরু হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। অভিযোগের তালিকায় থাকা একজন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রায় ২৫ থেকে ২৬টি নার্সিংহোমে নিয়মিত অস্ত্রোপচার করতেন বলে দাবি করা হয়েছে। অন্য একজন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে একটি নার্সিংহোম পরিচালনার পাশাপাশি কলকাতার উপকণ্ঠ নিউ টাউনে একটি ডার্মা ক্লিনিকও চালাতেন বলে অভিযোগ। একই ব্যক্তি কীভাবে গাইনি এবং ডার্মাটোলজি দুই ভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসা করছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসকদের একাংশ। এখানেই শেষ নয়। এপিএইচএন-এর দাবি, অভিযুক্ত ওই দুই চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। পাশাপাশি আরও তিনজন ভুয়ো চিকিৎসক সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলেও দাবি সংগঠনের। প্রশ্ন উঠছে, ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে যদি সত্যিই মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোথায় ছিল গলদ? কীভাবে তাঁরা এতদিন ধরে চিকিৎসা করলেন? আর সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠা তিনজনের ক্ষেত্রেই বা কীভাবে এই ঘটনা ঘটল? ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্বাস্থ্য দফতরের নজরে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এপিএইচএন-এর সম্পাদক রাজীব পাণ্ডে। অভিযুক্তদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেডিক্যাল ডিগ্রি এবং রেজিস্ট্রেশনের বৈধতা দ্রুত যাচাই করা প্রয়োজন বলেই মনে করছেন চিকিৎসকদের একাংশ।

বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গলে ঘুরছে ১০০টিরও বেশি হাতি

সাবধান করল বন বিভাগ

সোমা মুখোপাধ্যায়

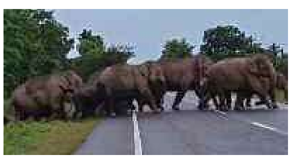

বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের এলাকাটিতে হাতিদের ঘন ঘন যাতায়াত এবং হাতিদের আক্রমণের জন্য ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বন বিভাগের কর্মীরা বনাঞ্চল-সংলগ্ন গ্রাম ও বসতির বাসিন্দাদের বনের রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যায় প্রাতঃভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে এবং সূর্যাস্তের পর বনের প্রান্তঘেঁষা পথগুলো ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছেন। বাসিন্দাদের সতর্ক করতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমও ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং এর পাশাপাশি একটি জনসাধারণের জন্য হেল্পলাইনও চালু করা হয়েছে। কার্শিয়াং বন বিভাগের একজন বন কর্মকর্তা বলেন, 'বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গলে ১০০টিরও বেশি হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেহেতু এখন ধান কাটার মৌসুম, তাই হাতিগুলো বনভূমির মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের সময় এই অঞ্চলে জড়ো হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমরা বনাঞ্চলের গ্রামবাসী ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অনুরোধ জানিয়েছি যেন তারা বনের কাছাকাছি রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যার সময় হাঁটাহাঁটি না করেন। এছাড়া, হাতির মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে সূর্যাস্তের পর বনের মধ্য দিয়ে যাওয়া পথগুলো এড়িয়ে চলার জন্যও আমরা মানুষকে পরামর্শ দিয়েছি।' বন কর্মকর্তা আরও বলেন কার্শিয়াং বন বিভাগের আওতাধীন দার্জিলিং জেলার পাদদেশীয় অঞ্চলগুলো হাতির উপদ্রবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর অন্যতম। বনকর্মীরা কেস্টপুর, লোহাসিংহ, তির্রিহান্না এবং পানিঘাটাগামী রাস্তাগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে সাধারণ মানুষকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। বামনপোখরি থেকে বালাসন নদীর তলদেশ হয়ে বাগডোগরা বনাঞ্চল পর্যন্ত হাতির পালের যাতায়াত রয়েছে। যেহেতু হাতিরা প্রায়শই সূর্যাস্তের পর চলাফেরা শুরু করে তাই বন কর্মীরা মাইকিং বা প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে এই পথগুলো এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বলা হয়েছে, হাতি দেখতে পেলে যেন তারা অবিলম্বে বন বিভাগকে জানান। এ জন্য একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুমের নম্বর (০৩৫৩-২৫৫০৪৫৩) চালু রাখা হয়েছে। শিলিগুড়ি করিডোর এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলে হাতিদের আগমন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রক সম্প্রতি ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি চার-লেনের মহাসড়ক নির্মাণের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, এই সড়কটি জাতীয় সড়ক ২৭-এর একটি অংশের সমান্তরালে নির্মিত হবে। এই অঞ্চলে হাতিদের ঘন ঘন চলাচলের বিষয়টি মাথায় রেখে সড়ক প্রকল্পটিতে তিনটি বড় সেতু ও একটি রোড ওভারব্রিজের পাশাপাশি পাঁচটি এলিফ্যান্ট আন্ডারপাস' (হাতিদের যাতায়াতের জন্য মাটির নিচ দিয়ে তৈরি পথ) রাখার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। কার্শিয়াং-এর ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) দেবেশ পাণ্ডে জানিয়েছেন, হাতিদের চলাফেরা এবং বাসিন্দাদের সুরক্ষাবিধি মেনে চলার বিষয়ে বন বিভাগ তাদের সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, মানুষকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা হাতিদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন এবং তাদের খুব কাছে না যান।

কোতুলপুরে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরে ভিন্ন দুটি ঘটনায় মৃত্যু হল দুইজনের। বাজ পড়ে বাঁকুড়ায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের।পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম তপন কারি। অন্যদিকে দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার নাম অপর্ণা মাঝি। দুটি ঘটনাই ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানা এলাকায়। জানা গেছে গতকাল বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার পাহাড়পুর গ্রাম লাগোয়া একটি মাঠে নাতিকে সঙ্গে নিয়ে জমির ধান দেখতে যান পাহাড়পুর গ্রামের বাসিন্দা তপন কারি। সেই সময় ঝেঁপে বৃষ্টি নামলে নাতিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন তপন কারি। পরে স্থানীয়ভাবে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন জমিতে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ৫৬ বছর বয়সি তপন কারি। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে চিকিৎসকদের দাবি বজ্রপাতে ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে গতকাল গ্রাম লাগোয়া দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করতে গিয়ে জলের তোড়ে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় কোতুলপুর ব্লকের বৈডাঙা গ্রামের গৃহবধূ অপর্ণা মাঝির। অন্যান্য দিনের মতোই দ্বারকেশ্বর নদের বৈডাঙা ঘাটে স্নান করতে গিয়ে বছর ৩৫ বয়সি ওই গৃহবধূ বাড়িতে ফিরে না আসায় সন্দেহ হয়। পরে পরিবারের লোকজন দ্বারকেশ্বর নদের বৈডাঙ্গা ঘাটে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কোতুলপুর থানার পুলিশ দু'টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

আধার বিভ্রাটে ১৪ বছর সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আধার কার্ডে বয়স ১০৬ বছর, অথচ দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন। আধার কার্ডে জন্ম সাল ১৯২০ উল্লেখ থাকায় সরকারি নথিতে কার্যত প্রবীণ নাগরিকেরও বেশি বয়স

তাঁর। এই বয়সের গরমিলের জেরে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত চন্দ্রকোনার এক গৃহবধূ। সমস্যা সমাধানের আশায় প্রশাসনের এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি ও তাঁর স্বামী। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা-১ ব্লকের মনোহরপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিঙাল গ্রামের। কৃষ্ণা পাল নামে ওই মহিলার দাবি, বাস্তবে তাঁর বয়স প্রায় ৩৫ বছর। কিন্তু আধার কার্ডে জন্মতারিখ হিসেবে ১৯২০ সাল নথিভুক্ত রয়েছে। ফলে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁকে।কৃষ্ণাদেবীর স্বামী অষ্টম পাল পেশায় সাইকেল মেরামতির মিস্ত্রি। তাঁর অভিযোগ, গত প্রায় ১৪ বছর ধরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আধার সেন্টার, ব্লক অফিস, মহকুমা অফিসে ঘুরেছেন। এমনকি খড়্গপুরের একটি আধার সেন্টারেও গিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এতদিনেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। খাদ্য দপ্তরের নথিতেও কৃষ্ণাদেবীর বয়স নিয়ে অস্বাভাবিক তথ্য রয়েছে বলে পরিবারের দাবি। এরফলে সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে একের পর এক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। শনিবার মনোহরপুরে বিষয়টি চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুইকে জানান ওই দম্পতি। তাঁদের সমস্ত কথা শোনার পর সমস্যাটি দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন বিধায়ক। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘোরার পর এবার নতুন সরকারের আমলে সমস্যার সমাধান হবে এই আশাতেই বুক বাঁধছেন কৃষ্ণা পাল ও তাঁর স্বামী অষ্টম পাল।

অরুণাভ চক্রবর্তীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ প্রয়াত প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার, সাহিত্য জগতের রত্ন অরুনাভ চক্রবর্তীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হলো স্মৃতি চারণা, গান ও কবিতার মধ্যে দিয়ে, প্রতিকৃতি তে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়, স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক কাশী নাথ গাঙ্গুলী, এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশ নেন মণিদীপা মজুমদার, কবি, নাট্যকার ড. দেবেশ ঠাকুর, শিক্ষক সঞ্জীব চক্রবর্তী, রিতা ঘোষ, ফজরুল হক, সুব্রত রায়, স্বরূপ মুখার্জি, নিতাই মুখার্জি, আনোয়ার আলী, শিক্ষক মানব সরকার, কল্পনা রায় সহ অন্যান্যরা। অরুণাভ বাবুর পরিবারের পক্ষে হাজির ছিলেন ছোট পুত্র ও দিদি, তাঁদের হাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মারক তুলে দেন সম্পাদক কাশী নাথ গাঙ্গুলী।

জাতীয় গণিত প্রতিযোগিতার 'সিটি রাউন্ড' বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী ললিত মোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় স্তরের গণিত প্রতিযোগিতা 'ন্যাশনাল ম্যাথ কম্পিটিশন'-এর প্রথম পর্ব অর্থাৎ 'সিটি রাউন্ড'। 'মাইন্ড মন্ত্র অ্যাবাকাস'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বালুরঘাট শহর ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে সফল দেড় হাজারেরও বেশি পড়ুয়াকে বিশেষ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। কৃতী পরীক্ষার্থীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র ও মেডেল। আয়োজক সংস্থার অন্যতম প্রতিনিধি পিন্টু গুপ্ত জানান, মূলত প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের গণিতচর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি এবং তাদের মেধার সার্বিক বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই রাজ্য তথা দেশজুড়ে এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বালুরঘাটে ছোট ছোট পড়ুয়াদের এই বিপুল সাড়া পাওয়ায় আশার আলো দেখছেন আয়োজকরা। উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্বে উত্তীর্ণ হওয়া পড়ুয়ারা পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্ব বা 'সেকেণ্ড রাউন্ড'-এ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বালুরঘাটকেই নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সফল প্রতিযোগীরা সরাসরি জাতীয় পর্যায়ের মূল প্রতিযোগিতা অর্থাৎ 'ন্যাশনাল রাউন্ড'-এ অংশ নিতে পারবে। আয়োজক সংস্থার দাবি, কলকাতাভিত্তিক এই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার অধীনে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে ৪০০-রও বেশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে রাজ্যজুড়ে ১ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বালুরঘাটের তরুণ প্রজন্মের গণিতচর্চায় এমন বিপুল অংশগ্রহণ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত স্থানীয় অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ।

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশ দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ফিজিক্যাল দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর **মেসার্স সন্দীপ উদ্যোগ অ্যান্ড এজেন্সিস (ঋণগ্রহীতা), শ্রীমতী জ্ঞানী দেবী মিত্তল (প্রোপ্রাইটর/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা), শ্রী সুনীল কুমার মিত্তল (গ্যারান্টার) এবং শ্রী দীপক কুমার মিত্তল (গ্যারান্টার)-এর কাছ থেকে ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১,৬১,৮৪,৭৫৩.৮২/- টাকা (এক কোটি একষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশো তিপ্পান্ন টাকা এবং বিরাশি পয়সা) এবং এর সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য** নীচে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ নীচে উল্লেখ করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	জানা দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে হাওড়া জেলায়, থানা- গোলাবাড়ি-এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৮৯, সালকিয়া স্কুল রোডে (দলিল অনুযায়ী) অবস্থিত প্রায় ১৩ কাঠা পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ভবনের ২য় ফ্লোরে প্রায় ১৪০০ বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া) পরিমাপের এফ এবং এইচ নম্বরযুক্ত ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ***সম্পত্তির বিশদ বিবরণ/বর্ণনা শ্রীমতী জ্ঞানী দেবী মিত্তলের নামে থাকা ২১-১১-১৯৮৮ তারিখের নিবন্ধিত দলিল নং ৩৪৯২-এ আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।	ব্যাঙ্কের জানা নেই	৬৯,৩০,০০০/- টাকা (উনসত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা)	৬,৯৩,০০০/- টাকা (ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়	২৭-১০-২০২৬ (সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন অকশন ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইনে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬-১০-২০২৬ (বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	শুধুমাত্র ৫০,০০০/- টাকা
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	২৮-০৯-২০২৬ (বিকাল ০৩.৩০ টা থেকে বিকাল ০৪.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিবরণ	মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ইমেইল rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.indusind.bank.in** বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://www.bankeauctions.com**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফায়েশি অ্যাক্টের বিধান/রুলস-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে এতদ্বারা এই বিক্রয় নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত হিসাবে তাঁদের দায় সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পুনরুদ্ধার করার একটি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে উপরে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬
স্থান : হাওড়া

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশ দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ফিজিক্যাল দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর **মেসার্স শিবা সঞ্চার (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), শ্রী মনীশ ধানুকা (ডিরেক্টর/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী উমা ধানুকা (ডিরেক্টর/গ্যারান্টার)-এর কাছ থেকে ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২,৯০,০৪,২৯৯.৯৫/- টাকা (দুই কোটি নব্বই লক্ষ চার হাজার দুইশো নিরানব্বই টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) এবং এর সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য নীচে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ নীচে উল্লেখ করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	জানা দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ৩১ নং ওয়ার্ডের অধীনে হাওড়া জেলায়, থানা- হাওড়া-এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১১এ, বন বিহারী বোস রোডে অবস্থিত প্রায় ০৪ কাঠা, ০৮ ছটাক এবং ৫৪ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ৪ তলা ভবনের ১ম ফ্লোরে প্রায় ৭০২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া) পরিমাপের ১/৩ নম্বরযুক্ত ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পিন-৭১১১০১। *** সম্পত্তির বিশদ বিবরণ/বর্ণনা ২৭-০৯-২০১৪ তারিখের নিবন্ধিত কনভেয়েন্স ডিডে আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা শ্রী মনীশ ধানুকা এবং শ্রী মদনলাল ধানুকার নামে ২০১৫ সালের জন্য ০২৪২৯ নম্বর হিসেবে এডিএসআর হাওড়ার অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল। পরবর্তীতে, ১৮-০৯-২০১৯ তারিখের নিবন্ধিত উপহার দলিলের বলে মনীশ ধানুকা উক্ত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক হন, যা এডিএসআর হাওড়ার অফিসে ২০১৯ সালের জন্য ০৫০২০৭৫৯৬ নম্বর হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল।	ব্যাঙ্কের জানা নেই	২৭,৩৪,০০০/- টাকা (সাতাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা)	২,৭৩,৪০০/- টাকা (দুই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশো টাকা)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়	২৭-১০-২০২৬ (দুপুর ০১.৩০ টা থেকে দুপুর ০২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন অকশন ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইনে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬-১০-২০২৬ (বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	শুধুমাত্র ৫০,০০০/- টাকা
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	২৮-০৯-২০২৬ (দুপুর ০১.৩০ টা থেকে দুপুর ০২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিবরণ	মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ইমেইল rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.indusind.bank.in** বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://www.bankeauctions.com**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফায়েশি অ্যাক্টের বিধান/রুলস-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে এতদ্বারা এই বিক্রয় নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত হিসাবে তাঁদের দায় সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পুনরুদ্ধার করার একটি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে উপরে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬
স্থান : হাওড়া

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশ দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ফিজিক্যাল দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর **মেসার্স শ' ট্রেডিং, শ্রী নীরজ শ' (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা), শ্রী সুদর্শন শ' (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মঞ্জু দেবী (যিনি শ্রীমতী মঞ্জু দেবী শ' নামেও পরিচিত) (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)-এর কাছ থেকে ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৮২,৪০,৮২০.০০/- টাকা (বিরাশি লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো কুড়ি টাকা) এবং এর সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য নীচে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ নীচে উল্লেখ করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	জানা দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হোল্ডিং নং ৩৪+৩৫+৩৬, কালুপাড়া লেন, সালকিয়া, থানা - মালীপাঁচঘড়া, জেলা - হাওড়া, পিন কোড - ৭১১১০৬, যা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে মৌজা - মালীপাঁচঘড়া, জে.এল. নং ১, খতিয়ান নং ৪১৬-এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৬৯৭ এবং ৬৯৮-এর অনুরূপ, সেখানে অবস্থিত ভবনের দ্বিতীয় তলায় (২য় ফ্লোরে) ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ প্রায় ১১৭০ বর্গফুট পরিমাপের ২-এ নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ৩টি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, দুটি বাথরুম, একটি রান্নাঘর এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত এবং এর সাথে সমস্ত ফিক্সচার ও ফিটিংস এবং ভবনের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং স্বার্থ এবং সমস্ত অধিকার, মালিকানা, স্বার্থ, ইজমেন্ট, সুযোগ-সুবিধা, সাধারণ অংশ এবং সাধারণ সুবিধাগুলি সংযুক্ত। ***সম্পত্তির বিশদ বিবরণ/বর্ণনা ০৬/০১/২০১১ তারিখের ২০১১ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ০০১১০-এ আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা শ্রী মহেন্দ্র শ'-এর নামে নিবন্ধিত হয়েছিল, যিনি ১৬.১২.২০১৬ তারিখে **শ্রীমতী মঞ্জু দেবী (যিনি শ্রীমতী মঞ্জু দেবী শ' নামেও পরিচিত), শ্রী নীরজ শ' এবং শ্রী সুদর্শন শ'**-কে তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে ইচ্ছাপত্র না করেই মারা যান, যাঁরা আইনি উত্তরাধিকারের বলে উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির যৌথ মালিক হয়েছেন।	কলকাতা ডিআরটি-১ -এর কাছে ২০২৫ সালের এসএ ১১৩ বিচারাধীন রয়েছে	৪২,১২,০০০/- টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ বারো হাজার টাকা)	৪,২১,২০০/- টাকা (চার লক্ষ একুশ হাজার দুইশো টাকা)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়	২৭-১০-২০২৬ (বিকাল ০৩.৩০ টা থেকে বিকাল ০৪.৩০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন অকশন ওয়েবসাইট	https//www.bankeauctions.com
অনলাইনে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬-১০-২০২৬ (বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	শুধুমাত্র ৫০,০০০/- টাকা
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	২৮-০৯-২০২৬ (সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিবরণ	মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ইমেইল rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.indusind.bank.in** বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://www.bankeauctions.com**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফায়েশি অ্যাক্টের বিধান/রুলস-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে এতদ্বারা এই বিক্রয় নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত হিসাবে তাঁদের দায় সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পুনরুদ্ধার করার একটি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে উপরে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬
স্থান : হাওড়া

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.